সন্ত্রাসের রাজত্ব :

২১শে জানুয়ারি, ১৭৯৩ খ্রিঃ ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, সার্ডিনিয়া ও নেপলস্ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম কারণ শক্তিজোট গঠন করে এবং দ্রুত ফ্রান্স-অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইওরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ফরাসী- বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। শত্রু বাহিনী ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমানা অতিক্রম করে দ্রুত প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হয়। এর ফলে নবগঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্র ও জাতির নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও তখন চলছে চরম অরাজকতা ও প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন। চরম খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘতা ও অভাব ইত্যাদি কারণে জনসাধারণের এক বৃহদংশ তখন প্রকাশ্যে প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে, সরকারি আইনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ফ্রান্স মজুতদার, কালোবাজারী ও ফাটকাবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। রাজতন্ত্রের সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

জাতীয় জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির স্বার্থে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সে এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তারা উপলব্ধি করেন যে, প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন। যা সম্ভব একমাত্র ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ প্রবর্তিত এই শাসনব্যবস্থা 'সন্ত্রাসের শাসন' নামে পরিচিত। মোটামুটিভাবে এর স্থায়িত্বকাল হল ২রা জুন, ১৭৯৩ থেকে ২৭শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সন্ত্রাসের শাসনকালে তিনজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন হিবার্ট, ডাল্টন ও রোবসপিয়ার। রোবসপিয়ার ছিলেন সর্বাপেক্ষা আদর্শবাদী, সৎ নিষ্ঠুর ও উল্লেখযোগ্য।

সন্ত্রাসের শাসনকে কার্যকরী করার জন্য নিয়মিত সংবিধানকে অকার্যকর করে রাখা হয়। ন্যাশনাল কনভেনশন এর হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকলেও এই কনভেনশন কয়েকটি কমিটির হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেয়। এই শাসনব্যবস্থায় প্রধান সংগঠন ছিল— (১) গণ-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety)। এর সদস্যসংখ্যা প্রথমে ছিল নয়, তারপর তা বৃদ্ধি করে বারো করা হয়। এই কমিটির হাতেই শাসন পরিচালনার নীতি-নির্ধারণ এবং দেশের শান্তি- শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সব দায়িত্ব অর্পিত ছিল। (২) সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামক কমিটির হাতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল। এর অধীনে ছিল অসংখ্য বিপ্লবী কমিউন ও সমিতি, যারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করত। (৩) 'সন্দেহের আইন' ('Law of Suspect') নামক এক আইন অনুসারে বিপ্লব- বিরোধী সন্দেহে যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যেত এবং বিপ্লবী আদালতে তার বিচার হত। (৪) বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) নামক আদালতে এইসব অভিযুক্তের বিচার হত এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এই আদালত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অপরাধ যাচাই না করেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দিত। (৫) অপরাধী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে 'বিপ্লবের বধ্যভূমি' ('Square of Revolution')-তে এনে গিলোটিন নামক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের শিরশ্ছেদ করা হত।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে তেরো মাসের এই সন্ত্রাসের শাসনকাল এক রক্তাক্ত অধ্যায়। বিপ্লবী নেতৃবর্গ এ সময় যেন রক্ত-পিপাসায় মেতে ওঠেন। বিপ্লবের নামে তাঁরা প্রায় ২০,০০০ নর-নারীকে গিলোটিনে হত্যা করেন। এছাড়া, আরও বহু মানুষকে তাঁরা লয়ার নদীর জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। এই কালপর্বে যাঁরা প্রাণ দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রানী মেরী আঁতোয়ানেত, জিরন্ডিন দলের পরামর্শদাত্রী মাদাম রোলাঁ, ব্রিসো, বারনাভ, বৈজ্ঞানিক বেইলী, জিরন্ডিন দলের বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ এবং বহু বিশিষ্ট ফরাসী সন্তান। জিরন্ডিন ও জেকোবিন দল একত্রে সন্ত্রাসের সূচনা করলেও অচিরেই তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিপ্লবী নেতা ও জেকোবিন দলের সদস্য হিবার্ট ও ডান্টন অবিরাম রক্তপাতের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে থাকলে রোবসপিয়ারের নির্দেশে তাঁদের পরপর হত্যা করা হয় (১৭৯৪ এর মার্চ ও এপ্রিল)। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জেকোবিন দলের আতঙ্কিত সদস্যরা রোবসপিয়ার ও তাঁর অনুগামীদের বন্দী করে (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিঃ) তাঁদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা 'থামিদোরীয় প্রতিক্রিয়া'

নামে পরিচিত। রোবসপিয়ারের মৃত্যুতে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে।

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও সন্ত্রাসের শাসনকালের কৃতিত্বও কম নয়। গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা, প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ এবং বিদেশী শক্তিজোটের আক্রমণের হাত থেকে ফ্রান্স ও বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল সন্ত্রাসের শাসন। এই আমলে বেশ কিছু সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ১) গীর্জাগুলি বন্ধ করে দিয়ে খ্রীস্টধর্মের অনুষ্ঠান সীমিত করা হয়। যুক্তির পূজা' শুরু হয়। বিখ্যাত নটারডাম গীর্জা 'যুক্তির মন্দির'-এ রূপান্তরিত হয়। ২) প্রচলিত খ্রীস্টান বর্ষপঞ্জি বাতিল করে নতুন 'প্রজাতান্ত্রিক বর্ষপঞ্জি' প্রবর্তন করা হয়। ৩) মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সর্বোচ্চ মূল্য ও মজুরির সর্বনিম্ন হার নির্ধারণ। ৪) নতুন পরিমাপ ও মুদ্রা পদ্ধতি এবং রুটির জন্য রেশন কার্ডের প্রবর্তন করা হয়। (৫) অবৈতনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। (৬) অভিজাতদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করা হয়। (৭) দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হয়।

সন্ত্রাসের শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে পণ্ডিতরা নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। ঐতিহাসিক তেইন বলেন যে, সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল ক্ষমতালোভী, দুর্বিনীত, সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর মানুষের প্রচেষ্টা। এ সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না। কেবল সন্দেহের বশে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। এ জিনিস নিশ্চয় গণতন্ত্র- সম্মত বা সমর্থনযোগ্য নয়। গীর্জার উপাসনা বন্ধ করে দিয়ে গীর্জাকে 'যুক্তির মন্দির' এবং গীর্জায় যুক্তির দেবীর উপাসনা শুরু করেন। এর ফলে বহু মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। অনেক ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের রাজত্বের সপক্ষে বলেন যে, এটি ছিল 'আপৎকালীন স্বৈরতন্ত্র' ('Dictatorship of Distress')। বিদেশী আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে নবগঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের এক প্রবল সংকটময় কালে এই সন্ত্রাসের শাসনই অরাজকতা ও বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের পর্যুদস্ত করে। তাই ঐতিহাসিক টেলর বলেন, “সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল"। মাতিয়ে, লেফেভর প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমাজে বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সন্ত্রাসের প্রয়োজন ছিল। সন্ত্রাস ব্যতীত কখনই কালোবাজারী দমন, সর্বোচ্চ মূল্য ও নিম্নতম মজুরি আইন, ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমিবণ্টন ও সকলকে ন্যায্য হারে কর প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব হত না।